যুগান্তর

10 FEB 20 3

শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ

দেশের একটি সরকারি কলেজেই ৭২ জন শিক্ষকের পদ শূন্য গত ছয় বৎসর যাবৎ। টঙ্গী সরকারি কলেজের এই শিক্ষক সংকটের খবর নিঃসন্দেহে আমাদের সরকারি কলেজসমূহের সম্যক সমস্যার একটি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজেই শিক্ষক সংকট বিদ্যমান। শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা যে যথাযথ শিক্ষা পাইতেছে না, উহা দেখিবার দায় নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট মহলের রহিয়াছে। কিন্তু যে সকল কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক পদ শূন্য রহিয়াছে, সেই সকল কলেজের অধ্যক্ষগণ কী জবাবদিহি করিবেন? অধ্যক্ষগণ তো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শূন্যপদ পূরণে শিক্ষক চাহিদার তাগিদপত্র নিয়মিতই দেন, কিন্তু শূন্যপদ কি পূরণ হয়? না, হয় না। তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত টঙ্গী সরকারি কলেজ। কলেজগুলিতে শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, অবকাঠামোগত সমস্যা আরও প্রকট। বিশেষ করিয়া জেলা ও উপজেলা স্তরের সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা শিক্ষাকেই যেন নিয়ত ব্যঙ্গ করিতেছে। এই ক্ষেত্রেও টঙ্গী সরকারি কলেজ দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে। এই কলেজের অবকাঠামোগত যে সুবিধা রহিয়াছে, তাহাতে পাঁচশতের কিছু বেশি ছাত্রছাত্রীর ক্লাসে স্থান সংকুলান হইবার কথা। বর্তমানে এই কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার সহস্র। বাকি সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী তোথায় ক্লাস করিবে, তাহারা সেই ক্লাস লইবেন তাহারইবা কী জবাব দিবেন কলেজ কর্তৃপক্ষ? আবার বাড়তি শিক্ষার্থী ভর্তি না করিলে তাহারা কোথায় পড়িতে যাইবে? ধারে-কাছে এমন আর কোন কলেজ নাই যে, সেইখানে গিয়া শিক্ষার্থীগণ নিশ্চিন্তে ভর্তি হইতে পারে। রাজধানীর অতিনিকটে হওয়া সত্ত্বেও টঙ্গী সরকারি কলেজটির দুর্দশা দূরবর্তী গ্রামীণ জনপদের সরকারি কলেজের মতোই অবহেলিত। এই অবহেলা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারই বাস্তব রূপ। বিষয়টি প্রমাণ করিতেছে যে, কতটা অমনোযোগী আর অবহেলার শিকার হইয়া পড়িয়াছে শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষক না থাকিলে যে শিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়, তাহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাথায় ঢুকিলেও তাহাদের মানসিকতাই এই ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে করা যায়। দেড় সপ্তাহ পূর্বে প্রধানমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে বলিয়াছেন, অতি দ্রুত আড়াই সহস্রাধিক শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। তাহার অর্থ তিনি কলেজগুলির শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কর্মকমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ বিলম্বিত হয় বলিয়া সেই ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের হাতে দিবার কথা জানা গিয়াছে। মন্ত্রণালয় এই ক্ষমতা পাইলে রাজনৈতিক ক্যাডারদের মধ্যে যোগ্য ও অযোগ্য উভয় শ্রেণীর মানুষই চাকুরি পাইবে, যাহার ফল হইবে মারাত্মক। তবে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজতর করা যাইতে পারে। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমেও শিক্ষক নিয়োগ করা যায়– যাহা ক্যাডার সার্ভিসের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। প্রধানমন্ত্রীর অতিদ্রুত আড়াই হাজার শিক্ষক নিয়োগের বক্তব্যের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়া আমরা বলিতে চাই যে, দেশের সকল কলেজের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করা হউক। তাহাতে সমস্যার সমাধান অনেকটাই হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, পদায়ন ও পদবিন্যাসের জটিলতায়ও অনেক সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট প্রকট হইয়া রহিয়াছে। মফস্বলের কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, কিন্তু জেলা শহরে অপর্যাপ্ত। তবে শহর ও গ্রামীণ সরকারি কলেজে বাংলা ও ইংরেজিসহ সময়োপযোগী বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের পদ ও সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ঠিক বিপরীত চিত্র হইতেছে যে, অপরাপর বিষয়ে পর্যাপ্ত পদ ও শিক্ষক থাকিলেও শিক্ষক অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। এমন কিছু বিষয় আছে, যাহাতে শিক্ষার্থীর চাইতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। সরকারি কলেজে এই ধরনের অসম শিক্ষক পদবিন্যাসের ফলে অনেক কলেজেই ক্লাস অনিয়মিত ও শিক্ষার মান নিম্নগামী হইয়া পড়িয়াছে। পদায়ন ও পদবিন্যাসের এই বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্মরণে রাখিলে শূন্যপদ পূরণ ত্বরতর করা যেমন যাইবে, তেমনি শিক্ষক সংকট ঘোচানো সহজতর হইবে। টঙ্গী সরকারি কলেজে ৪২ জন শিক্ষকের সহিত ৭২টি শূন্যপদের সমান সংখ্যক শিক্ষক না হউক অন্তত উহার অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিয়া পাদপ্রদীপের নিচেরকার অন্ধকার ঘুচাইবার পদক্ষেপ লওয়া জরুরি।